بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
1
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা
8
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার, 28 এপ্রিল, 2016 28 শাহাদত, 1395 হিজরী শামসী 20 রজব 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমি সর্বদা অবাক দৃষ্টিতে দেখি যে, এই আরবী নবী, যাঁহার নাম মুহাম্মদ (তাঁহার উপর হাজার হাজার দরূদ ও সালাম), তিনি কত উচ্চ পর্যায়ের নবী। তাঁহার উচ্চ মর্যাদার সীমা অনুমান করা সম্ভব নয় ও তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির অনুমান করা মানুষের কাজ নহে। আফসোস, যেভাবে সত্যকে সনাক্ত করার কথা ছিল সেভাবে তাহার মর্যাদাকে সনাক্ত করা হয় নাই। যে তওহীদ পৃথিবী হইতে হারাইয়া গিয়াছিল তিনিই সেই পাহলোয়ান যিনি তাহা পুনরায় পৃথিবীতে আনয়ন করেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

খোদা তা'লা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দরুন কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, যেমন তিনি বলেন, اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (আলে ইমরান: ৯৭) এবং وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (আল-আনকাবুত:৭০)

অর্থাৎ খোদা দুনিয়ার মুখাপেক্ষী নহেন এবং যে সকল লোক খোদার পথে সংগ্রাম করে এবং আমার অন্বেষণে তাহাদের প্রচেষ্টাকে চরম পর্যায়েে পৌঁছাইয়া দেয় তাহাদের জন্য ামার এই বিধান রহিয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে আমার পথ দেখাইয়া থাকি। অতএব, খোদার পথে সকলের পূর্বে কুরবানী করেন নবী। প্রত্যেকে নিজের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু নবীগণ (আলায়হেস সালাম) অন্যাদের জন্য চেষ্টা করেন। লোকেরা ঘুমাইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা ইহাদের জন্য জাগিয়া থাকেন। লোকেরা হাসিতে থাকে। কিন্তু তাঁহারা ইহাদের জন্য কাঁদিতে থাকেন এবং জগতের মুক্তির জন্য সকল প্রকারের বিপদ আনন্দের সহিত নিজেদের কাঁদে উঠাইয়া নেন। এই সক কিছু তাঁহারা এই জন্য করেন যাহাতে খোদা তা'লা এমন কিছু ঐশী বিকাশ করেন যাহাতে লোকদের নিকট প্রমাণিত হয় যে,খোদা আছেন এবং যোগ্য হৃদয়ের উপর তাঁহার অস্তিত্ব এবং তাঁহার তওহীদ উদ্ভাসিত হইয়া যায় যাহাতে তাহারা মুক্তি লাভ করে। অতএব তাঁহারা প্রাণের দুশমনদের সহানুভুতিতে মৃত্যু বরণ করেন। যখন তাঁহাদের বেদনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে এবং সৃষ্টির (মুক্তির জন্য) তাঁহাদের বেদনাময় 'আহ' বলাতে আকাশ ভরিয়া যায়, তখন খোদা তা'লা স্বীয় চেহারার জলক দেখান এবং শক্তিশালী নিদর্শনাবলীর সহিত স্বীয় অস্তিত্ব ও তওহীদ লোকদের নিকট প্রকাশ করেন। অতএব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তওহীদ ও খোদাকে চিনার সম্পদ রসুলের আঁচল হইতেই জগদ্বাসী লাভ করিয়া থাকে। তাঁহারা না থাকিলে কখনো জগদ্বাসী এই সম্পদ লাভ করিত না। এই ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা দেখাইয়াছেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লাম। একটি জাতি যাহারা ময়লার স্তুপে বসিয়া রহিয়াছিল তিনি তাহাদিগকে ঐ স্তুপ হইতে উঠাইয়া ফুলের বাগানে পৌঁছাইয়া দিলেন। যাহারা আধ্যাত্মিক ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছিল তিনি তাহাদের সম্মুখে সর্বোচ্চমানের আধ্যাত্মিক খাদ্য ও মিষ্টি শরবত রাখিয়া দিলেন। তিনি তাহাদিগকে পশুর অবস্থা হইতে মানুষে পরিণত করিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে সাধারণ মানুষ হইতে সভ্য মানুষে পরিণত করিলেন এবং তাহাদের জন্য এত নিদর্শন প্রকাশ করিলেন যে, তাহাদিগকে খোদা দেখাইয়া দিলেন। তিনি তাহাদের মধ্যে এইরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করিলেন যে,তাহারা ফেরেশতাদের সহিত হাত মিলাইল। এই প্রভাব অন্য কোন নবীর দ্বারা তাঁহার নিজ উম্মতের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। কেননা, তাঁহাদের সংসর্গ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। অতএব আমি সর্বদা অবাক দৃষ্টিতে দেখি যে, এই আরবী নবী, যাঁহার নাম মুহাম্মদ (তাঁহার উপর হাজার হাজার দরূদ ও সালাম), তিনি কত উচ্চ পর্যায়ের নবী। তাঁহার উচ্চ মর্যাদার সীমা অনুমান করা সম্ভব নয় ও তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির অনুমান করা মানুষের কাজ নহে।

আফসোস, যেভাবে সত্যকে সনাক্ত করার কথা ছিল সেভাবে তাহার মর্যাদাকে সনাক্ত করা হয় নাই। যে তওহীদ পৃথিবী হইতে হারাইয়া গিয়াছিল তিনিই সেই পাহলোয়ান যিনি তাহা পুনরায় পৃথিবীতে আনয়ন করেন। তিনি খোদাকে শেষ সীমা পর্যন্ত ভালবাসিয়াছেন এবং শেষ সীমা পর্যন্ত মানবজাতির প্রতি সহানুভুতিতে তাঁহার হৃদয় কোমল হইল। এই জন্য তাঁহার হৃদয়ের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা তাঁহাকে সকল নবী এবং সকল আওওয়ালীন ও আখেরীনদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন এবং তাঁহার সকল বাসনা তাঁহার জীবদ্দশাতেই পূর্ণ করেন। তিনিই সকল আশিসের উৎস। যে ব্যক্তি তাঁহার আশিস অস্বীকার করিয়া কোন ফযলের দাবী করে যে মানুষ নহে, বরং শয়তানে বংশধর। কেননা, সকল ফযলের চাবি তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে এবং সকল তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞানের ভান্ডার তাঁহাকে দান করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাঁহার মাধ্যম পায় না সে চিরবঞ্চিত। আমরাই বা কি এবং আমাদের মূল্যই বা কি? আমরা নেয়ামতের অস্বীকারকারী হইব যদি স্বীকার না করি যে, আমরা প্রকৃত তওহীদ এই নবীর মাধ্যমে এবং জীবন্ত খোদাকে এই কামেল নবীর মাধ্যমে ও তাঁহার জ্যোতির দ্বারা সনাক্ত করিয়াছি।খোদার সহিত বাক্যালাপ ও সম্বোধনের সৌভাগ্য, যাহার সাহায্যে আমরা তাঁহার চেহারা দেখি, তাহাও আমরা এই সম্মানিত নবীর মাধ্যমেই পাইয়াছি। হেদায়তের এই সূর্যের আলো রোদ্রের ন্যায় আমাদের উপর পতিত হয় এবং ঐ সময় পর্যন্ত আমরা আলোকিত থাকিতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার তাঁহার সম্মুখে দন্ডায়মান থাকি।

টীকা: ইহা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, পৃথিবী শেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু কামেল নবীর আশিসের জ্যোতিঃ এখনো শেষ হয় নাই। যদি খোদার কালাম কুরান শরীফ বাধা হইয়া না দাঁড়াইত তবে কেবলমাত্র এই নবী সম্পর্কে আমরা বলিতে পারিতাম যে, তিনি এখনো সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন। আমরা সরাসরি তাঁহার জীবনের চিহ্নাবলী দেখিতে পাই। তাঁহার ধর্ম জীবিত। তাঁহার অনুবর্তিকারী জীবিত হইয়া যায় এবং তাঁহার মাধ্যমে জীবন্ত খোদাকে লাভ করা যায়। আমি দেখিয়া লইয়াছি যে, খোদা তাঁহাকে এবং তাঁহার ধর্মকে ও তাঁহার প্রেমিককে ভালবাসেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবিত আছেন এবং আকাশে তাঁহার মর্যাদা সব চাইতে উঁচুতে। অবশ্য এই নশ্বর দেহে তিনি নাই। কিন্তু অন্য একটি অবিনশ্বর জ্যোতির্ময় দেহসহ তিনি ক্ষমতাধর খোদার নিকট আকাশে আছেন।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তত খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৭-১১৯)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আমীরুর মু'মেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) সম্প্রতি বেলজিয়ামে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং আক্রান্তদের জন্য দোয়া করেন।

(প্রেস রিলিজ) বিশ্ব-ব্যপি জামাত আহমদীয়া মুসলেমার পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আইঃ) বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে সংঘটিত সন্ত্রাসী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন এবং আক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ পূর্বক তাদের জন্য দোয়া করেন।

হুযুর (আইঃ) তাঁর বার্তায় বলেন, বিশ্ব-ব্যপি জামাত আহমদীয়া মুসলেমার পক্ষ থেকে আমি বেলজিয়ান বাসীদের প্রতি ব্রাসেলসে হওয়া সন্ত্রাসীদের পাশবিক আক্রমণের দরুন গভীর সমবেদনা জানাই এবং এই জঘন্য ও অমানবিক আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করছি।

হুযুর বলেন, কোন অবস্থাতেই ইসলাম সন্ত্রাসপূর্ণ এমন ঘটনাবলী বা নিরীহ মানুষদেরকে হত্যা করার করার অনুমতি দেয় না। বস্তুতঃপক্ষে কুরআন করীম ঘোষণা করে দিয়েছে, " কোন কারণ ছাড়াই কোন নিরীহকে হত্যা করা সমস্ত মানবতাকে হত্যার নামান্তর।" এতদ্বসত্বেও যারাই ইসলামের নামে এই নৃশংস অপরাধ করেছে তারা কোন ভাবেই নিজেদের এই অপকর্মের ঔচিত্য প্রমাণ করতে পারবে না। তারা ইসলামের যশোহানি করছে এবং বিশ্ব-শান্তিকে ধ্বংস করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আমাদের মনের গভীর থেকে উত্থিত দোয়া সেই সকল আক্রান্তদের জন্য যারা এই আক্রমণের বলি হয়েছে বা কোনভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আল্লাহ করুক এই জঘন্য অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে যেন শীঘ্র শাস্তির জন্য ন্যায়ের কাঠগড়ায় উপস্থিত করা হয়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ)-এর বার্তাটি ইংরেজিতে নিম্নরূপ:

On behalf of the Ahmadiyyya Muslim Community worldwide, I express my deepest sympathies and condolences to the Belgian people following the barbaric terrorist attacks that have taken place in Brussels. Such heinous and utterly inhumane attacks must be condemned in the strongest possible terms.

Under no circumstances does islam permit terrorism of any kind or the murder of innocent people. If fact, the Holy Quran has said that to kill even one innocent person is akin to killing all of mankind. Therefore, those who commit such atrocities in tha name of Islam can never find any justification. They are defaming Islam and destroying the peace of the world.

Our heartfelt prayers are with the victims of these attacks and all those who have affected. May the perpetrators of this evil act be promptly brought to justice."

(আল-ফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ১লা এপ্রিল, ২০১৬)

জিন্নের অস্তিত্ব (দ্বিতীয় ভাগ)

মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Radiation) সম্পর্কে প্রাণের উন্মেষের বিষয়ে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু তারা এই মতবাদের উপর ঐক্যমত যে, পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তনের পূর্বে যে বস্তুতই ছিল না কেন তারা উষ্ণতা থেকে শক্তি অর্জন করত। বিজ্ঞানীদের পূর্বের প্রজন্মরা কেবল ব্যক্টেরিয়ার অতি প্রাচীন প্রজাতি (Prokaryotes) প্রোইউকেরিওটস এবং (Eukaryotes)ইউকেরিওটস-এর উল্লেখ করত। যদিও কার্ল আর উজ (Karl R Woese) এবং তাঁর গবেষক দলের মতে এটি তড়িঘড়ি নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন:

" অনুবীক্ষন পর্যায়ে দুই প্রকারের জীবানু পাওয়া যায়, তাই এর অর্থ এই নয় যে, আনবিক পর্যায়েও এটি দুই প্রকারের হবে।"

সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে এই দুই প্রকারের ব্যাক্টেরিয়া অর্থাৎ প্রোইউকেরিওটস ও ইউকেরিওটস মধ্যে পার্থক্যগুলি সহজবোধ্য ভাষায় এভাবে বলা যেতে পারে যে, এদের মধ্যে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র থাকতেও পারে এবং নাও থাকতে পারে। প্রোকেরিওটস প্রকারের ব্যাক্টেরিয়াতে কোষপর্দা থাকে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না। পক্ষান্তরে ইউকেরিওটসে প্রত্যেকটি কোষে একটি কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস থাকে।

এরপূর্বে মনে করা হত যে, প্রথমে এই দুই প্রকারের ব্যাক্টেরিয়াই ছিল যা থেকে পরবর্তীকালে এমন ধরণের প্রাণীর জন্ম হল যাকে জীবনের ধারক বলা যেতে পারে। যদিও বিজ্ঞানী উজ, ১৯৮১ সালের জুন মাসের 'সাইনটিফিক আমেরিকা' পত্রিকায় নিজের এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলাফল বর্ণনা করে দাবি করেন যে, আর্ক ব্যাক্টেরিয়া (Archabacteria) বা প্রাচীন কোন ব্যাক্টেরিয়াকে প্রকৃতপক্ষে জীবিত বস্তুর প্রাথমিক রূপ বলে মনে করা যেতে পারে। তিনি এবং তাঁর গবেষক দল বিজ্ঞান জগতকে অবহিত করেন যে, আর্ক ব্যাক্টেরিয়া হল ব্যাক্টেরিয়ার তৃতীয় প্রকার যা থেকে পরবর্তীকালের সমস্ত প্রকারের ব্যাক্টেরিয়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই অর্থে আর্কব্যাক্টেরিয়াকে জীবনের প্রাচীনতম ধারক বলা যেতে পারে।

বিজ্ঞানী উজ এবং তাঁর গবেষক দল এই আবিষ্কারটি সম্পর্কে অনেক গবেষনাপত্র উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে,

" যদিও কোন কোন জীববিজ্ঞানী এখনও পর্যন্ত আমাদের এই মতবাদের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেন না তথাপি আর্ক ব্যাক্টেরিয়া যে একটি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে এক পৃথক শ্রেণীর প্রতিরূপ, এই দৃষ্টিভঙ্গিটি এখন স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করেছে।"

বিজ্ঞানী উজ পুনরায় লিখেন,

" এর অর্থ হল মেথানোজিনস (Methanogens) যে কোন ব্যাক্টেরিয়ার মত কিম্বা এর থেকেও প্রাচীন।"

The Hutchinson Dictionary of Science এর অনুসারে

" আর্ক ব্যাক্টেরিয়া একেবারে শুরুর দিকে অর্থাৎ চারশো কোটি বছর পূর্বে অস্তিত্ব লাভ করেছিল যখন পৃথিবীতে অক্সিজেন ছিল না।"

কিন্তু Genetics, a Molecular Approach- এর লেখক বলেন,

" ১৯৭৭ সাল থেকে আর্ক ব্যাক্টেরিয়া এবং অন্যান্য প্রোইউকেরিওটস (Prokaryotes) নিয়ে গবেষনা করে এত স্পষ্ট ফলাফল প্রকাশ্যে এসেছে এখন (Micorobiology) জীবানু বিশেষজ্ঞরা এই শ্রেণীর ব্যাক্টেরিয়াদেরকে আর্ক ব্যাক্টেরিয়া থেকে পৃথক করার জন্য আর্কিয়া (Archaea) শব্দ প্রস্তাব করছেন।"

কুরান করীম যে সৃষ্টির জন্য জিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছে তা উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ। বিজ্ঞানীকূল সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করে যে, এই সকল ব্যাক্টেরিয়ারা উষ্ণতা থেকে শক্তি অর্জন করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু বিজ্ঞানী ডিকারসন ছাড়া অন্য কেউ এবিষয়ে ঐক্যমত নয় যে, এই ব্যাক্টেরিয়াদেরকে জ্বলন্ত আগুনের শিখা এবং মহাজাগতিক রশ্মি থেকে সরাসরি সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ নতুন গবেষণার মাধ্যমে আরও রহস্যাবলী থেকে পর্দা উন্মোচন করছেন।

" এই ব্যাক্টেরিয়া সমুদ্রপৃষ্ঠ, উষ্ণ প্রস্রবণ, কৃষ্ণসাগর এবং লবনাক্ত ভুমিতে এমনকি নোংরা আবর্জনার স্তুপের মধ্যেও জীবিত থাকতে পারে।"

এদের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত হওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানী উজ এবং তাঁর গবেষক দলের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আর্ক ব্যাক্টেরিয়াই হল প্রাচীনতম জীব। কোন কোন জীববিজ্ঞানীদের মতে তাদের বিবর্তন হয়তো হঠাৎ কোন অজ্ঞাত বস্তু থেকে হয়েছিল।

কিন্তু এই ঘটনাপ্রবাহ প্রকৃত বিষয়েরর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। যতদূর এই প্রশ্নের সম্পর্ক রয়েছে যে অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়া এদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল কি না, এই বিতর্কের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক কেবল এতটুকুই যে প্রাচীনতম ব্যাক্টেরিয়া অথবা সমস্ত প্রকারের ব্যাক্টেরিয়া উষ্ণতা থেকেই নিজেদের শক্তি অর্জন করত এবং এই বিষয়টি কুরানের এই দাবীকে জোরালো ভাবে সমর্থন করছে যা আজ থেকে চোদ্দশ' বছর পূর্বে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ (আল-হিজর: ২৮)

অর্থাৎ - "এবং ইতিপূর্বে আমরা জিন্নকে অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ুর আগুন থেকে সৃষ্টি করিয়াছি।"

বিজ্ঞান স্বীকৃত গবেষণা অনুসারে আগুন থেকে উৎপন্ন উষ্ণতা জীবনের সূচনার পূর্বেই এই সকল জীবদেহ সৃষ্টি এবং সেগুলি বজায় রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, সেই যুগে প্রাণালীবদ্ধ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির রূপান্তর ঘটানোর এটিই একমাত্র উপায় ছিল। কোটি কেটি বছর যাবৎ এই ক্রমবিকাশ এবং মৃত্যুকে হার মানিয়ে পচন ও গলন ক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিশ্চিতভাবে সমুদ্র দুষিত হয়ে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্র আদিম সুপের (Primordial Soup) রূপ ধারণ করেছিল। যার বিষদ বর্ণনা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

(Revealation, Rationality, Knowledge and Truth, Page No-311-315)

জুমআর খুতবা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য এ দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদিয়া বা মহানবী (সা.)-কে যে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এ দিন পূর্ণতা লাভ করে আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় এবং ইসলামের পুনর্জীবন লাভের যুগের সূচনা হয়।

জামাতে মসীহ্ মওউদ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন জলসা হয়ে থাকে এবং হয়েছে যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেরীত হওয়া এবং তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আর এই দিনের গুরুত্বের ওপর যেখানে আলোকপাত করা হয়েছে সেখানে জামাতের সভ্য এবং সদস্যরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ শিরোধার্য করে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীকে মানার এবং তাঁকে সালাম পৌঁছানোর তৌফিক দিয়েছেন।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বাণীর আলোকে তাঁর আগমণের উদ্দেশ্যাবলীর উল্লেখসহকারে জামাতের সদস্যদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার উপদেশ।

২৩ শে মার্চের প্রেক্ষাপটে মানুষ পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয় যে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কে মানার কারণে আমরা সেই সকল হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি যারা ধর্মের সাহায্যকারী এবং ধর্মের শিক্ষা, আদেশ নিষেধ পৃথিবীতে প্রসারকারী। এক্ষেত্রে এভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় করা তাদের একটা অধিকার ছিল, এতে আপত্তির কিছু নেই আর এর মধ্যে কোন বিদআত নেই।

খিলাফতকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। যে এমনটি করবে, তার পদস্খলন ঘটবে। নিজের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভুতিকে জামাতের সদস্যদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।

মাননীয় মুসলেহ উদ্দীন সাহেব সাদী সাহেব মরহুমের স্ত্রী মাননীয়া মাহমুদা সাদী সাহেবা, এবং মাননীয় চেরাগদ্বীন সাহেবের পুত্র মাননীয় নুরুদ্দীন সাহেবের জানাযা হাজির এবং মাননীয় আব্দুল বারী সাহেব তালুকাদের স্ত্রী মাননীয়া মুবারকা বেগমের জানাযা গায়েব এবং মরহুমীনদের সৎ গুণাবলীর উল্লেখ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ২৫ মার্চ, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (২৫ আমান,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, দু'দিন পূর্বে ২৩শে মার্চের দিন ছিল। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য এ দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদিয়া বা মহানবী (সা.)-কে যে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এ দিন পূর্ণতা লাভ করে আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় এবং ইসলামের পুনর্জীবন লাভের যুগের সূচনা হয়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কাদিয়ানীকে এই দিনটিতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদী হওয়ার ঘোষণা করার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর যেমন দায়িত্ব ছিল পৃথিবীতে খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপনের করা তেমনি ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব আর সকল ধর্মের চায়তে এটি যে এক পরিপূর্ণ এবং উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম তা প্রমাণ করা এবং খোদার শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেম এবং ভালোবাসায় মানুষের হৃদয়কে আপ্লুত করার দায়িত্বও তাঁরই উপর ন্যস্ত ছিল।

সুতরাং আমরা আজ এক সৌভাগ্যবান জাতি যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত হয়েছি। এই দিনের গুরুত্বের নিরীখে, আমি যেভাবে পূর্বেই বলেছি যে, এই দিনটি গুরুত্বপূর্ণ, তো এই গুরুত্বের নিরীখে জামাতে মসীহ্ মওউদ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন জলসা হয়ে থাকে এবং হয়েছে যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেরীত হওয়া এবং তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আর এই দিনের গুরুত্বের ওপর যেখানে আলোকপাত করা হয়েছে সেখানে জামাতের সদস্যরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ শিরোধার্য করে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীকে মানার এবং তাঁকে সালাম পৌঁছানোর তৌফিক দিয়েছেন।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করা যেখানে আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার বিষয় সেখানে এটি আমাদের বর্ধিত দায়িত্বের প্রতিও ইঙ্গিত করে। সুতরাং এই দায়িত্বকে বোঝা এবং অনুধাবন করা আর তা পালনের প্রতিও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

আমাদের দায়িত্বাবলী কি কি? আমাদের দায়িত্ব হলো, সে সমস্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা সেসমস্ত কাজ অব্যাহত রাখা যে কাজ করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রেরীত হয়েছেন, কেবল তবেই আমরা সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে নতুন পৃথিবী এবং নতুন আকাশ প্রস্তুতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ছিল। অতএব এই দায়িত্বকে বোঝার জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিই আমাদের দেখতে হবে যে, তাঁর প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্যাবলী কি কি আর আমরা তা কতটা বুঝতে পেরেছি এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছি, আর সেগুলোর প্রসার এবং প্রচারের ক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা পালন করেছি বা করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তা হলো, খোদা এবং তাঁর বান্দাদের সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা ও কলুষতা দেখা দিয়েছে তা দূরীভূত করে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো সত্যকে জয়যুক্ত করে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে মীমাংসার ভীত রচনা করা। এছাড়া ধর্মীয় শাশ্বত সত্য যা পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে তা প্রকাশ করা। আর চতুর্থ বিষয় হলো,

আধ্যাত্মিকতা যা রিপুজ অমানিশার তলায় চাপা পড়ে গেছে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। এছাড়া খোদার শক্তিকে যা মানুষের মাঝে প্রবেশ করে মনোযোগ এবং দোয়ার আকারে প্রকাশ পায় তা শুধু কথা সর্বস্ব নয় বরং বাস্তব অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ করা। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো সেই খাঁটি এবং সমুজ্জ্বল একত্ববাদ যা সকল প্রকার শিরকের দুষণ থেকে পবিত্র, পুনরায় জাতির মাঝে তার স্থায়ী বীজ বপন করা আর এই সবকিছু আমার নিজের শক্তিবলে হবে না বরং সেই খোদার শক্তিবলে হবে যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা। ”

অতএব এই উদ্বৃতিতে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কথা বলা হয়েছে যা এই যুগের প্রয়োজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সংক্ষিপ্ত রূপে তা এই উদ্বৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি যখন বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই কাজের জন্য পাঠিয়েছেন তখন এর অর্থ হবে তাঁর মান্যকারীরা এই সকল বৈশিষ্ট্যাবলী নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করে ইসলামের সৌন্দর্য এবং ইসলাম যে জীবন্ত ধর্ম তা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবে বা এই তুলে ধরা তাদের দায়িত্ব হবে। সুতরাং আমাদের প্রথম আবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করি এবং এই ক্ষেত্রে আগ্রগামী হই, খোদা এবং তাঁর রসূল আর তাঁর ধর্মের সাথে সুসম্পর্ক, ভালোবাসা আর নিষ্ঠায় উন্নতি করি, আমরা যেন পৃথিবীকে এটি বলি যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে এক উম্মত বা ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই নিষ্ঠাবান দাসকে সব নবীদের পোষাকে অর্থাৎ তাঁদের বৈশিষ্ট্য সহকারে পাঠিয়েছেন। তাঁর মিশনের অধীনে, তাঁর পৃথিবীতে প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা এবং এর সত্যতা পৃথিবীর সামনে আমাদের স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। এর জন্য আমাদের ব্যবহারিক আচার আচরণও আদর্শ স্থানীয় হতে হবে। আমাদেরকে আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে আর রিপুর তাড়নাকেও পরাস্ত ও পরাজিত করতে হবে। পৃথিবী বাসীকে আমাদের দেখাতে হবে যে, সেই খোদা আজও একইভাবে দোয়া শ্রবণ এবং গ্রহণ করেন আর আজও তাঁর খাঁটি বান্দাদের এবং তাঁর মনোনীতদের বা প্রেরীতদের দোয়ার উত্তর দেন যেভাবে পূর্বে দিতেন আর তাঁর খাঁটি বান্দাদের হৃদয়ের প্রশান্তিরও ব্যবস্থা করেন। জগতবাসীকে এই কথা বলা আমাদের দায়িত্ব যে, খোদা তা'লা এক এবং অদ্বিতীয়। সবকিছু নশ্বর কেবল তাঁর সত্তাই অনাদী এবং অনন্ত। সুতরাং আমাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা সেই এক-অদ্বিতীয় এবং চিরস্থায়ী খোদার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাঝেই নিহিত।

আমরা যখন ২৩শে মার্চ তারিখে মসীহ্ মওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করি তখন এই সকল কথার প্রেক্ষাপটে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসাও করা উচিত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সকল গুণাবলীই পৃথিবীতে সৃষ্টি করার জন্য এসেছেন,আমরা যারা তাঁর মান্যকারী আমাদের মাঝে এসব গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে কিনা, আমরা নিজেদের জীবনে এইসব বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা করছি কিনা।

আরও অনেক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর কিছু উদ্বৃতি আমি এখন আপানাদের সামনে উপস্থাপন করবো। একবার তিনি (আ.)বলেন, “এই অধম কেবল এই উদ্দেশ্যে প্রেরীত হয়েছে যেন আল্লাহ্র সৃষ্টিকে এই বাণী বা পয়গাম পৌঁছাতে পারে যে, পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল ধর্মের মাঝে সেই ধর্মই সত্যের ওপর এবং আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ও তাঁর সন্তুষ্টি সম্মত যা কুরআন নিয়ে এসেছে আর মুক্তি নিবাসে প্রবেশের দ্বার হলো, লা ইলাহা ইল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।”

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩২, এডিশন ১৯৮৫, লন্ডনের মুদ্রিত)

অপর এক জায়গায় তিনি বলেন,

“এই কথাও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর যে, আমার প্রেরীত হওয়ার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি। আমার আগমনের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো, কেবল ইসলামের সংস্কার এবং ইসলামের সমর্থন। এর অর্থ এটি করা উচিত নয় যে, আমি কোন নতুন শরীয়ত শিখাতে এসেছি বা নতুন কোন আদেশ নিষেধ নিয়ে এসেছি বা নতুন কোন ঐশী গ্রন্থ নাযেল হয়েছে, মোটেই এমন নয়। যদি কোন ব্যক্তি এমনটি মনে করে তাহলে আমার মতে সে চরম পথভ্রষ্ট এবং বেদ্বীন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় শরীয়ত এবং নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন কোন নতুন শরীয়ত আসতে পারে না। কুরআন খাতামুল কুতুব অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ। এতে একটি বিন্দু বিসর্গও পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। তবে হ্যাঁ এটি সত্য কথা যে, মহানবী (সা.)-এর বরকত এবং কল্যাণরাজি আর কুরআনী শিক্ষা এবং কুরআনী হিদায়াতের ফল ও ফসল বন্ধ হয়ে যায়নি, তা সকল যুগে সতেজ ও সহজলভ্য হিসেবে বিরাজমান আর সে সকল কল্যাণরাজি এবং বরকতের প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দন্ডায়মান করেছেন। এখন ইসলামের যে অবস্থা বিদ্যমান তা কারও অজানা নয়। সর্ব সম্মতভাবে বলা হয় যে, মুসলমানরা সকল প্রকার দুর্বলতা এবং অধঃপতনের শিকার হচ্ছে। সকল অর্থে তারা অধঃপতিত হচ্ছে। মুখে ইসলামের কথা বললেও আন্তরিকভাবে তারা ইসলামের সাথে নেই। ইসলাম অনাথ হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি এর সুরক্ষা এবং তত্ত্বাবধান করি। তিনি আমাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে পাঠিয়েছেন কেননা তিনি নিজেই বলেছেন যে, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ لَحَافِظُوْنَ (সূরা আল-হিজর: ১০)।” (অর্থাৎ আমরাই এই যিকর অর্থাৎ কুরআন নাযেল করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষা করব। অর্থাৎ কুরআনী শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা নিজেই দায়িত্ব নিয়েছেন আর এই লক্ষ্যে তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন।)

তিনি বলেন, “যদি এখন সুরক্ষা, সাহায্য এবং তত্ত্বাবধান না করা হয় তাহলে আর কোন্ সময় এমনটি হবে। এই চতুর্দশ শতাব্দিতে তা-ই হচ্ছে যা বদরের সময় হয়েছে, যে বদর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ (সূরা আলে ইমরান: ১২৪) অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা খুবই তুচ্ছ আর নগন্য ছিলে তখন খোদা তা'লাই তোমাদের সাহায্য করেছেন। তিনি বলেন, এই আয়াতেও সত্যিকার অর্থে একটি ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত ছিল অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দিতে যখন ইসলাম দুর্বল এবং অক্ষম হয়ে যাবে তখন খোদা তত্ত্বাবধানের স্বীয় এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে এর সাহায্য করবেন। তাই তিনি যে ইসলামকে সাহায্য করেছেন তোমরা এটি নিয়ে কেন আশ্চর্য হচ্ছ। আমি এটি নিয়ে আক্ষেপ করি না যে, আমার নাম দাজ্জাল বা কাযযাব রাখা হয়েছে। আমার ওপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা হয়। আমার সাথেও সেই একই ব্যবহার হওয়া আবশ্যক ছিল যা আমার পূর্ববর্তী প্রত্যাদিষ্টদের সাথে হয়েছে যেন আমিও তাঁর চিরাচরিত রীতি থেকে অংশ পাই।”

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৫-২৪৬, এডিশন ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

“আমার আগমণের দু'টো উদ্দেশ্য রয়েছে। মুসলমানদের জন্য তা হলো, প্রকৃত তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করা। তারা যেন এমন সত্যিকার মুসলমান হয় যা মুসলমান নাম রাখার পিছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য ছিল। আর খ্রিস্টানদের জন্য তা হলো,যেন ক্রুশ ভঙ্গ হয় আর তাদের কৃত্রিম খোদা যেন সামনে না আসে। এই পৃথিবী যেন তাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায় আর এক অদ্বিতীয় খোদার যেন ইবাদত হয়। আমার এই উদ্দেশ্যাবলী দেখেও মানুষ কেন আমার বিরোধিতা করে। তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যে কাজ প্রকৃতিগত কপটতা এবং এই বস্তু জগতের নোংরা জীবনের ভিত্তিতে হবে তা নিজেই এই বিষের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। মিথ্যাবাদী কখনও সফল হতে পারে কি? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (সূরা আল-মু'মিন: ২৯)। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সীমালঙ্ঘনকারী এবং মিথ্যাবাদীকে কখনও সফল করেন না। তিনি বলেন, মিথ্যাবাদীর ধ্বংসের জন্য তার মিথ্যাই যথেষ্ট। কিন্তু যে কাজ খোদা তা'লার প্রতাপ এবং তাঁর রসূলের কল্যাণরাজির প্রকাশ এবং প্রমাণের জন্য হয়ে থাকে আর যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার হাতে রোপিত, ফিরিশতারাই তার হিফাযত করে। এমন লোকদের কে ধ্বংস করতে পারে। স্মরণ রেখ! আমার জামাত যদি নিছক ব্যবসা হয়ে থাকে তাহলে এর নাম চিহ্ন পর্যন্ত মিটে যাবে। কিন্তু যদি তা আল্লাহ্র পক্ষ হয়ে থাকে আর নিশ্চয় এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, তাহলে সারা পৃথিবীও যদি এর বিরোধিতা করে তবুও এটি বৃদ্ধি পাবে, বিস্তার লাভ করবে এবং ফিরিশতারাএর সুরক্ষা করবে। এক জন ব্যক্তিও যদি আমার সাথে না থাকে আর কেউ যদি আমার সাহায্য না করে তাহলেও আমি বিশ্বাস রাখি যে, এই জামাত সফল হবে। আমি বিরোধিতার ভ্রুক্ষেপ করি না আর বিরোধিতাকে আমি আমার জামাতের উন্নতির জন্য আবশ্যক মনে করি। এটি কখনও হয়নি যে, আল্লাহ্ তা'লার কোন মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট পৃথিবীতে এসেছেন আর পৃথিবীর মানুষ সুবোধ বালকের মত কোন উচ্চবাচ্চ না করেই তাকে গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর অবস্থা বড়ই দুঃখজনক। মানুষের প্রকৃতি যতই পুণ্যবান হোক না কেন অন্যরা তার পিছনে লেগেই থাকে। আপত্তি করাই তো তাদের স্বভাব”

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৮, এডিশন ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

আজ ১২৭ বছর পরও আমরা দেখি যে, ঐশী সমর্থন তাঁর সাথে রয়েছে। আর এই জামাত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উন্নতি করে চলেছে। অতএব আমাদের দায়িত্ব হলো, আমাদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে আমরা যেন হযরত মসীহ্মওউদ (আ.)-এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হই আর সেই কল্যাণরাজি থেকে যেন অংশ পাই যা তাঁর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য, যা তাঁকে মান্য করার ফলে লাভ হয়। নতুবা তিনি যেভাবে বলেছেন যে, তিনি আমাদের কারও মুখাপেক্ষি নন, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং ফিরিশতার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর জামাতকে উন্নতি দিতে পারেন এবং দেন।

এরপর তাঁর নিজের প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্য তুলে ধরতে গিয়ে একবার তিনি বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি সেই সুপ্ত এবং কবরস্থ ধন ভান্ডার পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করতে পারি আর সেইসব আক্রমনের কাদা যা সেই সব সমুজ্জল মণিমুক্তার ওপর লেপন করা হয়েছে তা থেকে যেন তাকে পবিত্র করতে পারি। কুরআন শরীফের সম্মানকে সকল নোংরা শত্রুর আপত্তির কলুষ থেকে মুক্ত করার জন্য খোদা তা'লার আত্মাভিমান এখন যারপরনায় উদ্যত। এক কথায় এমন পরিস্থিতিতে, যখন শত্রু লেখনির মাধ্যমে আমার ওপর হামলা করতে চায় আর করে, এটি কত বড় নির্বুদ্ধিতা হবে যদি আমরা তাদের সাথে লাঠালাঠি বা মারামারিতে প্রস্তুত হয়ে যাই। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের নাম নিয়ে কেউ যদি যুদ্ধ বিগ্রহের রীতি অবলম্বন করে তাহলে এরফলে ইসলামকে সে দুর্নাম করবে। কখনও অনর্থক বিনা প্রয়োজনে তরবারি হাতে নেওয়া ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল না। আমি যেভাবে বলেছি, যুদ্ধের উদ্দেশ্য এখন আর ধর্মীয় নেই বরং জাগতিক স্বার্থ হলো এর প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই আপত্তিকারীদের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে তরবারি দেখানো কত বড় অন্যায় কাজ। এখন কালের প্রবাহে যুদ্ধের রীতি বদলে গেছে। তাই সর্বপ্রথম নিজের বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আত্মশুদ্ধি করা উচিত, নিজের মন মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে আত্মশুদ্ধি করা উচিত। তাক্বওয়া এবং সততার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য এবং বিজয়ের দোয়া করুন, এটি খোদার অটল এবং সুদৃঢ় নীতি ও রীতি। যদি মুসলমানরা শুধু কথার খই ফুটিয়ে সাফল্য এবং বিজয় চায় তাহলে সেটি সম্ভব নয়। কেবল বড় বড় বুলি আওড়ানো এবং শব্দ শুনেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট নন বরং তিনি প্রকৃত তাক্বওয়া চান এবং প্রকৃত পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। তিনি বলেন, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (সূরা আন্-নাহল: ১২৯)।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০-৬১, এডিশন ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

অতএব এই তাক্বওয়াই আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা জগতবাসীকে অবহিত করতে হবে আর মুসলমানদেরকেও বলতে হবে যে, ইসলামের প্রসার তাক্বওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই যুলুম এবং অত্যাচারে সীমা লঙ্ঘনের পরিবর্তে নিজেদের মাঝে তাক্বওয়া সৃষ্টি কর, তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি কর। ইসলামের নামে যেসব আক্রমন হয় এটি ইসলামের সমর্থন নয় বরং ইসলামকে দুর্নাম করার কারণ।

আর নিরীহ লোকদের হত্যা করা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হচ্ছে। সম্প্রতি বেলজিয়ামে যে নিরীহ লোকদের হত্যা করা হয়েছে, যে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে যার ফলে কয়েক ডজন নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে আর শত শত লোক আহত হয়েছে, এই কাজ কখনও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কাজ হতে পারে না। এ যুগে যখন আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এখন ধর্মের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম বা নিষিদ্ধ তখন এমন কাজ খোদার ক্রোধের কারণ হচ্ছে। কেউ বলতে পারে না যে, আমরা এই যুগে এই বাণী পাইনি। সবাই জানে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এখন ধর্মের জন্য সকল যুদ্ধ করা হারাম। ধর্মের নামে যারা অন্যায় অবিচার করছে বা মুসলমান হয়েও যারা অন্যায় অবিচার করছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কান্ডজ্ঞান দিন, সরকার হোক বা কোন গোষ্ঠিই হোক না কেন তারা যেন যুগ ইমামের ডাকে সাড়া দিয়ে অন্যায় অবিচার থেকে বিরত হয় আর সেই সত্যিকার অস্ত্র ব্যবহার করে যা এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন।

তিনি এক জায়গায় বলেন,

"নিশ্চিত জেনে নাও যে, এখন তরবারির নয় বরং কলমের প্রয়োজন। আমাদের বিরোধীরা বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তিকর কথা বার্তা উত্থাপন করেছে, খোদার সত্য ধর্মের ওপর হামলা করতে চেয়েছে এটি দেখে আমার মনোযোগ এদিকে আকর্ষিত হয়েছে যে, আমি যেন কলমের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিজ্ঞান এবং জ্ঞানগত উন্নতির এই ময়দানে নেমে ইসলামের আধ্যাত্মিক বীরত্ব এবং আভ্যন্তরীন শক্তির কারিশমা বা নিদর্শন প্রদর্শন করি। এই ময়দানের যোগ্যতা অর্জন আমার জন্য কোনভাবেই সম্ভব ছিল না, এটি কেবল খোদার কৃপা এবং তাঁর সীমাহীন দান যে, তিনি আমার মত অধমের হাতে তাঁর ধর্মের সম্মান প্রকাশ করতে চান। আমি কোন এক সময় সেই সকল আপত্তি এবং কুমন্ত্রণা গুনেছি যা আমাদের বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে। আমার ধারণা অনুসারে এর সংখ্যা তিন হাজারে পৌঁছেছে। আমি মনে করি এখন এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। তিনি বলেন, এতে কেউ যেন এই কথা মনে না করে যে, এমনই দুর্বল কথা-বার্তার ওপর ইসলামের ভিত্তি যে, এর বিরুদ্ধে তিন হাজার আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে! না, এমনটি মোটেই নয়, আদৌ নয়। এসব আপত্তি অদূরদর্শী এবং নির্বোধদের দৃষ্টিতে আপত্তি কিন্তু আমি তোমাদের সত্য বলছি, আমি যেখানে এসব আপত্তি গণনা করেছি সেখানে এটিও ভেবেছি যে, এসব আপত্তির পিছনে অনেক বিরল সত্য অন্তর্নিহিত আছে যা দৃষ্টিহীনতার কারণে আপত্তিকারীদের চোখে পড়েনি আর সত্যিকার অর্থে এটি ঐশী প্রজ্ঞা যে, যেখানেই অন্ধ আপত্তিকারীরা হোঁচট খেয়েছে সেখানেই সত্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের ধন ভান্ডার লুকায়িত আছে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০, এডিশন ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

ইসলামের জ্যোতি প্রকাশের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঠিয়েছেন আর খ্রিস্ট ধর্মের বিশ্বাস এমন যে, তারা নিজেরাও বোঝে না। এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, "এরা সেই ঢোল বাজাচ্ছে যা আজ জবরদস্তিমূলকভাবে তাদের গলায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এক কথায় এদের বিশ্বাসের কথা আর কতটাই বা বলবো, সত্য তাই যা ইসলাম নিয়ে এসেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন যেন সেই জ্যোতি যা ইসলামে বিদ্যমান তা সত্য সন্ধানীদের দেখাতে পারি। সত্য কথা হলো আল্লাহ্ তা'লা আছেন আর তিনি এক। আমার ধর্ম হলো, যদি ইঞ্জিল এবং কুরআন আর সকল নবীদের ঐশী গ্রন্থাবলী পৃথিবীতে নাও থাকতো তাহলেও আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ প্রমাণিত ছিল কেননা তার ছাপ মানব প্রকৃতিতে বিদ্যমান এবং গ্রথিত ও প্রথিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কোন পুত্র সন্তান আছে বলে প্রস্তাব করা আল্লাহ্র মৃত্যু প্রস্তাবের নামান্তর কেননা ছেলে তো পিতার স্মৃতি চিহ্ন হয়ে থাকে। ঈসা (আ.) যদি আল্লাহ্র পুত্র হয়ে থাকেন তাহলে প্রশ্ন হলো আল্লাহ্ কি মারা যাবেন। সংক্ষেপে বলতে হলে এভাবে বলা যায় যে, খ্রিস্টানরা নিজেদের বিশ্বাসে আল্লাহ্র মাহাত্মের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং মানবীয় শক্তিকেও মূল্যায়ন করেনি। আর তারা এমন কথা বিশ্বাস করে যার সাথে ঐশী জ্যোতির সমর্থনে একজন খ্রিস্টানও এমন সামনে আসেনি যে অলৌকিক কোন নিদর্শন দেখাতে পারে এবং নিজেদের ঈমানকে তার মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারে। এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং এই গর্ব ইসলামেরই প্রাপ্য যে, সকল যুগে এর সাথে সমর্থনমূলক নিদর্শন থাকে আর এ যুগকেও খোদা তা'লা বঞ্চিত করেননি। তিনি আমাকে সেই সকল সমর্থনমূলক নিদর্শনের মাধ্যমে এ যুগে ইসলামের সত্যতা পৃথিবীর সামনে স্পষ্ট করার জন্য পাঠিয়েছেন যা ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ধন্য সেই যে এক সুস্থ্য হৃদয় নিয়ে আমার কাছে সত্য গ্রহণের জন্য আসে, ধন্য সেই যে সত্য দেখে তা গ্রহণ করে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩০-৩৩১, এডিশন ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

এরপর হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে জীবিত থাকা সম্পর্কে মুসলমানদের যে ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে তা তিনি খন্ডন করেন এবং মুসলমানদের সামনে স্পষ্টভাবে এর ভ্রান্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটন করি যা খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মাঝে সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন,

"হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ থেকে জীবিত অবতরণ আর এই দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়ার কুরআন শরীফে সঠিক এবং নিশ্চিত জ্ঞান দেওয়া হয়েছে কিন্তু পরিতাপ গত হাজার বছরে যেখানে ইসলামের ওপর অন্যান্য বিপদাপদ দেখা দিয়েছে সেখানে এ বিষয়টিও অমানিশা কবলিত হয় আর দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের মাঝে এই বিশ্বাস বদ্ধমুল হয় যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত আকাশে উঠানো হয়েছে আর কিয়ামত সন্নিকটবর্তী যুগে তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করবেন কিন্তু এই চতুর্দশ শতাব্দিতে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন যেন আমি আভ্যন্তরীনভাবে মুসলমানদের মাঝে যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করেছে তা দূরীভূত করতে

পারি আর ইসলামের সত্যতা পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করি, আর বহিরাগত যে সমস্ত আপত্তি ইসলামের ওপর করা হয় তার খণ্ডন করতে পারি, সেই সাথে অন্যান্য ভ্রান্ত ধর্মের স্বরূপ তুলে ধরতে পারি, বিশেষ করে সেই ধর্ম অর্থাৎ ক্রুশীয় ধর্ম বা খ্রিষ্ট ধর্ম, তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে যেন সমূলে উৎপাটন করতে পারি যা ইসলামের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর আর মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ও উন্নতির পথে যা একটি অন্তরায়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩১-৩৩২, এডিশন ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

একবার হযরত ঈসা বা মসীহ্‌র প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি বলেন যে, "এখন ঈসার আগমনের প্রয়োজন কি ছিল? (প্রশ্ন করা হয়েছিল) অন্যান্য প্রয়োজন এবং কারণগুলো যদি ছেড়েও দেওয়া হয় তাহলে মুসা (আ.)-এর উম্মতের দিক থেকে সাদৃশ্যের দিক থেকেও ঈসার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।" (অন্যান্য প্রয়োজনের কথা বাদ দাও। হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে এই উম্মতের যে সামঞ্জস্য এবং সাদৃশ্য রয়েছে সেই নিরিখেও ঈসার প্রয়োজন রয়েছে।) "কেননা হযরত ঈসা (আ.) মুসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দিতে এসেছিলেন বস্তুত আমি বুরুজ বা প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছায়ার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরি কিন্তু যারা বলে যে না স্বয়ং ঈসা (আ.) পুনরায় আসবেন তাদের কোন দৃষ্টান্ত তুলে ধরা উচিত, যদি তারা না পারে আর অবশ্যই তারা পারবে না, তাহলে এমন কথা কেন বলে যা ইসলামে নতুন আবিষ্কারের নামান্তর। (নতুন কথা ইসলামে ঢোকানোর নামান্তর।) এই ধরণের নতুন কথা পরিহার কর, কেননা তা ধ্বংসের কারণ। ইহুদিদের ওপর ঐশী ক্রোধানল এ জন্যই বর্ষিত হয়েছে কেননা তারা আল্লাহ্‌র এক রসূলকে অস্বীকার করেছে আর এই অস্বীকারের জন্য তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হল তারা একটি রূপক বিষয়কে আক্ষরিক অর্থে নিয়েছে " (অর্থাৎ একটা রূপক বা ইঙ্গিতকে বাস্তব বা আক্ষরিক অর্থে নিয়েছে এবং মনে করেছে যে আক্ষরিক অর্থেই সেগুলি পূর্ণ হবে) "এর পরিণামে তারা একটি অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। আজও তারা অনুরূপ বিষয়টির সম্মুখীন" (অর্থাৎ বর্তমানেও তারা অনুরূপ পরিস্থিতিতির মুখোমুখি হচ্ছে এরপূর্বেও যেমনটি তারা হয়েছিল) "মুসলমানদের অবস্থা দেখে আমার আক্ষেপ হয় যে, তাদের সামনে ইহুদীদের একটা দৃষ্টান্ত পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আর দৈনিক পাঁচ বেলার নামাযে এরা غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ (সূরা আল-ফাতিহা: ০৭) দোয়া করে আর সর্ব সম্মতভাবে এটিও মানে যে, এর দ্বারা ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও আমি বুঝি না যে, এই পথকে তারা কেন অবলম্বন করে? একই ধরণের বিষয়, যেখানে এক নবীর দরবারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে ঈসাকে কেন তারা আকাশ থেকে নামায়? স্বয়ং ঈসা (আ.) এলিয়া সংক্রান্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আর প্রমাণ করেছেন যে, দ্বিতীয়বার আগমন বলতে প্রতিচ্ছবি বা প্রতিচ্ছায়ারূপে আগমন বুঝায় আর এলিয়ার রূপে ইয়াহিয়া এসেছেন কিন্তু মুসলমানরা এই দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও ততক্ষণ মানতে প্রস্তুত হয় না যতক্ষণ ঈসাকে আকাশ থেকে না নামাবে। কিন্তু আমি বলছি যে, তোমরা এবং তোমাদের সকল সাহায্যকারীরা ঈসার আকাশ থেকে অবতরণের জন্য সম্মিলিত ভাবে দোয়া কর এরপর দেখ যে, তিনি অবতরণ করেন কি না। আমি নিশ্চিতভাবে বলব যে, যদি সারা জীবন মাথা ঠুকতে থাক আর এমন দোয়া করতে করতে নাকও যদি গলে যায় তিনি আকাশ থেকে আসবেন না কেননা যার আসার কথা তিনি এসে গেছেন।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩-৪, এডিশন ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

হায়! মুসলমানরা যদি এই রহস্যকে বুঝত এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরীত ব্যক্তির বিরোধিতার পরিবর্তে তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা পৃথিবীতে বাস্তবায়নকারী হত আর সকল পর্যায়ে সকল স্তরে সুবিচার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার এরা চেষ্টা করত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিম এবং ধর্মহীনদের শ্রেণীকে ইসলামের সত্যিকার চিত্র দেখিয়ে মুসলমানদের উচিত ইসলামের সেবা করা।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর সত্যতার প্রেক্ষাপটে চার ধরণের নিদর্শনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

"প্রধানত আরবী জ্ঞানের নিদর্শন আর এটি আমি তখন লাভ করেছি যখন এই অধম সম্পর্কে মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী লিখেছিল যে এ অধম আরবীর একটি ধাতুও জানেনা অথচ আমরা কখনও দাবিও করিনি যে, আরবীর কোন ধাতু আমি জানি। যারা আরবীর লেখা পড়া বা ব্যাকরণ পড়েছে তারা এর জটিলতা ধারণা করতে পারে এবং এর সৌন্দর্য দৃষ্টিতে রাখতে পারে। তিনি বলেন মৌলভী সাহেব (অর্থাৎ আব্দুল করীম সাহেব) শুরু থেকেই দেখে আসছেন কিভাবে খোদা তা'লা নিদর্শন মূলকভাবে সাহায্য করেছেন। শুদ্ধ ভাষার শব্দ যথাস্থানে সামনে না আসলে বড় সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু সে সময় আল্লাহ্ তা'লা সেই শব্দ হৃদয়ে সঞ্চার করেন, নতুন বা কৃত্রিম বিষয় রচনা করা সহজ কিন্তু শুদ্ধ ভাষার শব্দ খুজে বের করা কঠিন। আমরা এ সকল রচনাবলীকে বড় পুরস্কারের ঘোষণার সাথে ছাপিয়েছি এবং বলেছি যার কাছ থেকে ইচ্ছা সাহায্য নাও। আরবী ভাষাবিদকেও সাথে যুক্ত করতে পার। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এ বিষয়ের নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে এরা কক্ষনো সফল হতে পারবে না, কেননা এই নিদর্শন কুরআনের অলৌকিক নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে প্রতিচ্ছবি বা প্রতিচ্ছায়া হিসেবে আমাকে দেওয়া হয়েছে।"

দ্বিতীয় বিষয় হল "দোয়া গৃহিত হওয়া। আমি আরবী রচনার সময় অভিজ্ঞতা করে দেখেছি যে, কত অজস্র ধারায় আমার দোয়া গৃহিত হয়েছে। এক একটি শব্দের জন্য দোয়া করেছি। আমি মহানবী (সা.)-কে ব্যতিক্রম হিসেবে রেখে বলছি, তাঁর মর্যাদা অনেক উঁচু (কেননা তাঁর কল্যাণে এবং তাঁর অনুসরনে এই সব কিছু লাভ হয়েছে) আর আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, আমার দোয়া এত বেশি গৃহীত হয়েছে যে অন্য কারো দোয়া এত গৃহীত হয় নি।" (মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য কোন নবীরও দোয়া এত বেশি গৃহীত হয়নি, যতটা আমার হয়েছে।) দশ হাজার নাকি দুই লক্ষ বা কত দোয়া গৃহীত হয়েছে তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আর দোয়া গৃহীত হওয়ার কিছু কিছু নিদর্শন এমন রয়েছে যার সম্পর্কে এক বিশাল জনগোষ্ঠি অবগত আছে।

আর তৃতীয় নিদর্শন হল ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত। অর্থাৎ অদৃশ্যের প্রভূত সংবাদ প্রদান। ত্রিবিধ এবং গনকরাও হয়তো অনমানের ভিত্তিতে কিছু কথা এমন বলে বসে আংশিকরূপে সঠিক হয়ে থাকে আর ইতিহাস থেকে এটিই আমরা জানতে পারি। মহানবী (সা.)-এর যুগেও অনেক গনক এমন ছিল যারা অদৃশ্যের সংবাদ দিত। যেমন সাতিহ নামে এক গনক ছিল। কিন্তু এই সকল গণক এবং জ্যোতিষিদের অদৃশ্যের সংবাদ দেওয়া এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের পার্থক্য হল ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংবাদ নিজের মাঝে ঐশী প্রতাপ রাখে। কুরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ (সূরা আল-জিন্ন: ২৭-২৮) এখানে 'ইযহার'শব্দ থেকেই বুঝা যায় যে, এর মাঝে এক প্রতাপ এবং ক্ষমতা নিহিত থাকে।

চতুর্থ নিদর্শন হল কুরআনের সুক্ষ্মজ্ঞান এবং তত্ব ভান্ডার, কুরআনের তত্বজ্ঞান সেই ব্যক্তি ছাড়া কারো সামনে প্রকাশ পেতে পারে না যাকে পবিত্র করা হয়েছে। لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৮০) আমি বেশ কয়েকবার বলেছি যে, আমার বিরোধীরাও একটি সূরার তফসীর করুক আর আমিও একটি সূরার তফসীর করছি। এরপর তুলনা করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু কেউ সাহস দেখায় নি। মোহাম্মদ হোসেনরা বলেছে যে, ইনি আরবীর ধাতু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না। আর যখন বই পুস্তক উপস্থাপন করা হয় তখন অযৌক্তিক ও দূর্বল ওজুহাত দেখিয়ে তা এড়িয়ে চলে আর বলে যে, এই আরবী তো জগাখিচুড়ির মত (অর্থাৎ উন্নতমানের নয়।) কিন্তু আরবী কি তা দেখানোর উদ্দেশ্যে একটি পৃষ্ঠাও লিখে উপস্থাপন করা তাদের জন্য সম্ভব হয়নি।

মোটকথা এই হলো চারটি নিদর্শন যা বিশেষভাবে আমার সত্যতার জন্য আমি লাভ করেছি।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৭-২৭৮, এডিশন ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব লিখেন, ১৭ আগষ্ট ১৮৯৯ সনে তিনি এটি লিখেছেন। " কয়েক দিন পূর্বে বেরেলী থেকে এক ব্যক্তি হুযূরের কাছে লিখেছে যে, আপনি কি সেই মসীহ্ মওউদ যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন? আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে আপনি এর উত্তর লিখুন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলেন যে, আমি রীতি অনুসারে চিঠি পত্রের উত্তর দিতাম) আমি 'তারিয়াকুল কুলুব' থেকে দু'একটি এমন বাক্য লিখে পাঠিয়ে দিলাম যা এর পর্যাপ্ত উত্তর গন্য হতে পারত। সে এটি দেখে আশ্বস্ত হয় নি এবং আমাকে সম্বোধন করে বলে যে, আমি চাই হযরত মির্যা সাহেব স্বয়ং নিজ হাতে কসম খেয়ে লিখুন যে, তিনি কি সেই মসীহ্ মওউদ যার কথা হাদীস এবং কুরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে? আমি সন্ধ্যা বেলা নামাযের পর দোয়াত কলম এবং কাগজ হুযূরের সামনে (হযরত মসীহ্ মওউদের সামনে) রেখে দিই এবং বলি যে, এক ব্যক্তি এভাবে

লিখেছে। হুযূর তাৎক্ষণিকভাবে কাগজ হাতে নেন আর এ কয়েকটি বাক্য লিপিবদ্ধ করেন "। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) লিখেন-

"আমি পূর্বেও নিম্নোক্ত বিস্তারিত স্বীকারোক্তি আমার বিভিন্ন গ্রন্থে কসম খেয়ে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছি আর এখনও এই কাগজে সেই খোদা তা'লা, যার পবিত্র হাতে আমার প্রাণ আবদ্ধ আছে, তাঁর নামে আমি কসম খেয়ে লিখছি যে, আমিই সেই মসীহে মওউদ যার সংবাদ রসূলে করীম (সা.) সেই সমস্ত সত্য হাদীসে প্রদান করেছেন যা বুখারী এবং মুসলিম ও অন্যান্য সহী হাদীসে উল্লেখিত আছে। কাফা বিল্লাহে শাহিদা, লেখক- মির্যা গোলাম আহমদ। আফাল্লাহু আনহু ওয়া আইয়াদাহু, ১৭ আগষ্ট, ১৮৯৯।"

মৌলভী সাহেব লেখেন, "এই কথা বলার পিছনে আমার দু'টো উদ্দেশ্য, একটি হল জামাতের ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া এবং তারা যেন সেই আনন্দ এবং স্বাদ পায় যা এখানকার উপস্থিত ব্যক্তিরা তখন পেয়েছে এবং তারা আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছেন, তারা নতুন ঈমান লাভ করেছেন। দ্বিতীয়ত অস্বীকারকারী এবং কুধারনা পোষণকারীরা অন্তর্দৃষ্টির ভীত্তিতে ঠান্ডা মাথায় যেন এই কসম নিয়ে চিন্তা করে যে, কোন প্রতারক এবং মিথ্যাবাদী কি মহাপ্রতাপান্বিত খোদার এমনভাবে জনসমক্ষে কসম খাওয়ার ধৃষ্টতা দেখাবে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৬-৩২৭, এডিশন ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

পুনরায় জামাতের সদস্যদের নসীহত করতে গিয়ে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে,

" গুটিকতক শব্দ তোতার মত বয়আতের সময় আউড়ানো হোক, এমনটি আমি চাই না । এতে কোন লাভ নেই, আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন কর, এরই প্রয়োজন রয়েছে।" (অর্থাৎ তোমাদের বুঝতে হবে যে, আত্মশুদ্ধি কাকে বলে আর নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন কর।) "আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এটি নয় যে, ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যু নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত হবে, আর মুবাহাসা করবে। এটি একটি তুচ্ছ বিষয়, এটি সব কিছু নয়, এটি একটি ভ্রান্তি ছিল যার আমরা সংশোধন করেছি, কিন্তু আমাদের কাজ এবং লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য এখনও বহুদূরে। আর তা হলো তোমরা নিজেদের মাঝে এক পরিবর্তন আনয়ন কর আর সম্পূর্ণভাবে এক নতুন মানুষ হয়ে যাও। তাই তোমাদের সবার জন্য আবশ্যক হবে এই রহস্যকে অনুধাবন করা আর নিজের জীবনে এমন পরিবর্তন আনয়ন করা যেন বলতে পারে যে, আমি ভিন্ন মানুষ। আমি পুনরায় বলছি যে, নিশ্চিত জেনো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাহচর্যে থাকবে না আর তার এই প্রতিতী জন্মাবে না যে, আমি ভিন্ন মানুষ তার কোন লাভ হবে না। তিনি বলেন, স্বভাব, বোধ-বুদ্ধি এবং আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে যদি উন্নত পর্যায়ের পবিত্রতা অর্জিত হয় তাহলেই এটি অর্থবহ হবে নতুবা সব কিছু অর্থহীন।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭২-৭৩, এডিশন ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

তিনি (আঃ) আরো বলেন, "যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, ঈমানদার হও তাহলে আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কৃতজ্ঞতার সেজদা কর। সেই যুগ যার অপেক্ষায় থেকে তোমাদের সম্মানীয় পূর্বপুরুষগণ গত হয়েছেন আর অগনিত রূহ তাকে দেখার (অপূর্ণ) আকাঙ্খা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে (তিনি মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেন) সেই সময় তোমরা পেয়েছ। এখন সেটিকে মুল্যায়ন করা বা না করা এর থেকে উপকৃত হওয়া বা না হওয়া তোমাদের হাতে রয়েছে। আমি এটি বার বার বর্ণনা করব আর এটি প্রকাশ করা থেকে আমি বিরত হতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে যথা সময়ে সৃষ্টির সংশোধনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে যেন ধর্ম নতুন ভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আমি সেভাবে প্রেরীত হয়েছি যেভাবে মুসা (আ.)-এর পর আল্লাহ্ তা'লা এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলেন যাঁর আত্মা হেরোদাসের রাজত্বকালে অনেক কষ্ট সহ্য করার পর আকাশের দিকে উত্থিত হয়। সুতরাং যখন দ্বিতীয় কলিমুল্লাহ্ যিনি সত্যিকার অর্থে সর্ব প্রথম এবং নবীদের সর্দার স্বরূপ দ্বিতীয় ফেরাউনদের ধ্বংসের জন্য এসেছেন, যার জন্য কুরআনে اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (সূরা মুজাম্মেল: ১৬) রয়েছে। সুতরাং যিনি কীর্তিমানে কলিমুল্লাহ্‌র অনুরূপ কিন্তু পদমর্যাদায় তার চেয়ে বেশি সম্মানিত ছিলেন, তাঁকেও মসীহ সদৃশ অপর এক মসীহ্‌র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আর সেই মসীহ্ সৃদশ মসীহ মসীহ্ ইবনে মরীয়মের শক্তি ও বিশেষত্বকে ধারণ করে সেই যুগের অনুরূপ এবং সেই ব্যবধান কালের সমান সময়ে অর্থাৎ প্রথম কালিমের যুগ থেকে ঈসা (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর তাঁর অবতরণ আধ্যাত্মিক অর্থে ছিল যেভাবে পরিপূর্ণ ব্যক্তিরা আরোহনের পর সৃষ্টির সংশোধনের জন্য অবতরণ করেন। আর সকল ক্ষেত্রে সেই যুগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যুগে অবতরণ করেছেন যা ঈসা (আ.)-এর নাযেল হওয়ার যুগ ছিল, যেন তা বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন প্রমাণিত হয়। সুতরাং সবার উচিত হবে তড়িঘড়ি অস্বীকার না করা, পাছে সে খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পৃথিবীর মানুষ যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তাধারা এবং সেকেলে চিন্তাধারাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে তারা তাকে গ্রহণ করবে না, কিন্ত অচিরেই সেই যুগ আসবে যা তাদের ভ্রান্তি তাদের সামনে প্রকাশ করে দিবে। পৃথিবীতে এক সতর্ককারী এসেছে, পৃথিবীর মানুষ তাকে গ্রহণ করেনি কিন্তু খোদা তা'লা তাকে গ্রহণ করবেন আর জোরালো আক্রমণের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন।"

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭-৯)

সুতরাং আমরা পরম সৌভাগ্যবান যে, আমরা আগমনকারী মসীহ্ মওউদকে গ্রহণ করেছি আর বয়আত করে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের এবং কুরআনী শিক্ষাকে শিরোধার্য করার অঙ্গীকার করেছি আর সেসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি যারা কৃতজ্ঞতা মূলক সেজদা করে, তারা চোখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার মানুষ নয় ।এটি আমাদের প্রতি খোদার ফজল, কৃপা ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে এ যুগে সৃষ্টি করেছেন, যখন মসীহ্ মওউদ পৃথিবীতে এসেছেন। যখন ইসলামের পুনর্জীবন এবং পুনরুত্থানের সূচনা হয়েছে। আর সেই অন্ধকারময় যুগ কেটে গেছে যাতে পূর্বে মানুষ নিপতিত ছিল। আমরা সেই যুগে জন্মগ্রহণ করেছি যা ইসলামের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার যুগ যে যুগের অপেক্ষায় বহু পুণ্যাত্মা পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে সেই খোদার সাথে মিলিত করেছেন যিনি জীবিত জীবন্ত খোদা যিনি আজও কথা শুনেন এবং কথা বলেন যেভাবে পূর্বে শুনতেন এবং কথা বলতেন। সুতরাং খোদার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলতে চাই যে, সম্প্রতি ২৩ শে মার্চের প্রেক্ষাপটে মানুষ পরস্পরকে আজকালকার রীতি অনুসারে হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদিতে ফোনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল। যদি শুভেচ্ছা এই মানসে জানানো হয় যে আমরা মসীহ্ মওউদকে মেনেছি আর কৃতজ্ঞতামূলকভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় হয় এবং এই উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয় যে তাঁকে মানার কারণে আমরা সে সকল হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি যারা ধর্মের সাহায্যকারী এবং ধর্মের শিক্ষা, আদেশ নিষেধ পৃথিবীতে প্রসারকারী, সে ক্ষেত্রে এভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় করা তাদের একটা অধিকার, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর এটি কোন প্রকার বিদাতও নয় আর নতুন সংযোজনও নয় ইসলামী শিক্ষার সাথে।

আমি আশ্চর্য হই যারা শুভেচ্ছা বিনিময় করছিল তাদেরকে এক ব্যক্তি সেই মেসেজ গুলির মধ্যে নিজের মেসেজ পাঠিয়ে কঠোরভাবে বারণ করে যে, এভাবে তোমরা বিদাতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে যেভাবে অন্যান্য মুসলমান বিদাতে নিমজ্জিত। আশ্চর্য্য হতে হয় এই ব্যক্তির আচরণে, আমার মতে তার ধর্মীয় জ্ঞানও আছে, জামাতের ব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি জানেন। তিনি কিভাবে বলতে পারেন যে, তোমরা বিদাতে লিপ্ত হবে। অন্যান্য মুসলমানদের কাছে খিলাফতের নিয়ামত নেই যা আহমদীদের কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার কল্যানে রয়েছে। যদি কোন অনুচিত বিষয় বা বিদাত চোখে পড়ে তাহলে খেলাফত যদি সঠিক এবং ঐশী খেলাফত হয়ে থাকে তাহলে খেলাফত নিজেই সেটি থেকে বিরত রাখবে। এছাড়া اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -এর বিষয়টিও রয়েছে। মানুষের নিয়্যত এবং আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত নয়। তাই কেউ হয়তো সুস্থ্য এবং পুতঃমন মানসিকতা নিয়ে এমনটি করে থাকবে। সুতরাং এ ব্যক্তিরও উচিত ছিল খেলাফতের ঢালের পিছনে থেকে কথা বলা। খেলাফতের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। যে এমনটি করবে তার পদস্খলন ঘটবে। একই সূত্রে গ্রোথিত হোন, নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা জামাতের সদস্যদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করবেন না। এমন ব্যক্তিদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। এটি এমন ভুল নয় যাকে চরম ভ্রান্তি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু কিছু বিদাত যা মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে তা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা পেশ করছি। একবার হযরত মসীহ্ মওউদকে একবার কেউ 'কাজায়ে উমরি' অর্থাৎ জুমুআতুল বিদাতে অতীতের পরিত্যক্ত নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, সারা জীবন যে মানুষ নামায পড়েনি তা জুমুআতুল বিদায় পড়ে বা জুমুআতুল বিদা পড়ে মনে করে যে নামায মাফ হয়ে গেছে, এই সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি (আঃ) বলেন যে, এটি একটি বাজে কাজ এতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday,28 April 2016 Issue No. 8

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

হযরত আলী (রা.)-এর যুগে একবার এক ব্যক্তি অসময়ে নামায পড়ছিল। কেউ হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করে যে, একে বারণ করেন না কেন? হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, আমার আশঙ্কা হয় যে, পাছে আমি أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى (তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে বাধা দেয় এক মহান বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে, সূরা আল আলাক্ব: ১০-১১)-এর অধীনে অপরাধি গণ্য হই। হযরত মসীহ্ মওউদ বলেন যে হ্যাঁ, যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে 'কাজায়ে উমরি'-র দিন পড়ার উদ্দেশ্যে নামায পরিত্যাগ করে তাহলে সে অবৈধ কাজ করেছে আর যদি অনুশোচনা স্বরূপ অতীতের কর্মচ্যুতি দূরীভূত করার জন্য পড়ে তাহলে পড়তে দাও। বারণ করো না। দোয়াই তো করে । হ্যাঁ, তবে এটি অবশ্যই অলসতার পরিচায়ক। তিনি বলেন যে, দেখ নিষেধ করে কোথাও তুমিও ঐ আয়াত অনুসারে অভিযুক্ত না হও।

অতএব, যার ফতওয়া দেওয়ার অধিকার ছিল তিনি সেই বিষয়ে কিরূপ সতর্ক। কিন্তু এই ব্যক্তি শুভেচ্ছা জানানোর কারণেই এমন গম্ভীরভাবে সতর্ক বাণী দিচ্ছেন এবং ফতওয়া জারি করছেন। তার হৃদয়ে যদি এমন কোন আশঙ্কার উদয় হত তাহলে আমাকে লেখা উচিত ছিল আর এ বিষয়ে কাউকে বারণ করতে হলে এটি খলীফায়ে ওয়াক্তের কাজ। তিনি স্বয়ং বারণ করবেন বা জামাতের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি করবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্যকে বোঝার, অনুধাবনের এবং সে অনুসারে আমল করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর কয়েক ব্যক্তির জানাযা পড়াব। এক ব্যক্তি হলেন শ্রদ্ধেয়া মাহমুদা সাদী সাহেবা। যিনি জনাব মুসলেহ উদ্দিন সাদী মরহুমের স্ত্রী ছিলেন। ২২ মার্চ ৯৪ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মুসলেহ্ উদ্দীন সাদী সাহেব জনাব আব্দুর রহীম দারদ সাহেব-এর ভাই ছিলেন যিনি ফজল মসজিদের ইমাম হিসেবে খিদমত করেছেন। এখানে তিনি অনেক কাজ করেছেন। সাদী সাহেব ১৯৬৫ সনে ইন্তেকাল করেন। মরহুমা স্বামী বিয়োগের ৪১ বছর পরম ধৈর্য এবং আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। তার এক পুত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস এর যুগে রাবওয়াতে এসিস্ট্যান্ড প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনিও ইন্তেকাল করেছেন। তার এক পুত্র এখানে আছেন জালাল উদ্দীন আকবর সাহেব। যিনি যুক্তরাজ্যে নায়েব সেক্রেটারী জিয়াফত হিসেবেও কাজ করেছেন। মরহুমারখেলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল, তবলীগে গভীর আগ্রহ ছিল, কুরআন পাঠ করা এবং পড়ানোর আগ্রহ ছিল, দোয়াগু, কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশীলা ছিলেন। গত ৬ বছর ধরে অসুস্থ্য ছিলেন, বড় ধৈর্যের সাথে সেই সময়কাল অতিবাহিত করেছেন। তিনি ওসীয়্যতও করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার পরবর্তী প্রজন্মকে বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার সাথে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা জনাব নুরুদ্দীন চেরাগ সাহেবের। কাদিয়ানের জালাল উদ্দীন মরুহুমের পুত্র তিনি ৪৫ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার সম্পর্ক কাদিয়ানের সাথে, ১০ বছরের অধিককাল ধরে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছিলেন। খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার বোন লেখেন, শৈশব থেকেই তিনি দারিদ্রতার সঙ্গে দিন যাপন করেছেন। তাই খোদা তা'লা যখন প্রাচুর্য ও সম্পদ দিয়েছেন তখন তাঁর মধ্যে লোভ সৃষ্টি হয় নি। বরং অনেককেই আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। একটা ডায়রীতে ৪৭জন মানুষের নাম উল্লেখ রয়েছে, যাদের রীতিমত আর্থিক সাহায্য করতেন। একজন গয়ের আহমদীও তার ভূয়সী প্রশংসা করেন যে, খুবই সৎ এবং ফেরেশতা প্রকৃতির মানুষ। রীতিমত নামায পড়তেন, খেলাফতের প্রতি সুগভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। জামাতের বুযর্গদের গভীর সম্মান করতেন। মরহুমের মা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন কাদিয়ানেই রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন। বিশেষ করে তার মায়ের জন্য দোয়া করুন। খোদা তা'লা তাকে আন্তরিক প্রশান্তি দিন।

একটি গায়েবানা জানাযা রয়েছে, সাইয়্যেদা মোবারেকা বেগম সাহেবার, যার স্বামীর নাম আব্দুল বারী তালুকদার। তিনি ২০ মার্চ, ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। বেশ কিছুকাল থেকে অসুস্থ্য ছিলেন। তার জন্ম হয় বিহারে, তার পিতা হলেন সৈয়্যদ মুসা রেজা সাহেব। ভাগলপুরের অধিবাসী ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে তার পিতা ১৫ বছর বয়সে আহমদীয়ত গ্রহণ করেছেন। এরপর তার বিয়ে হয় জনাব আব্দুল বারী তালুকদার সাহেব-এর সাথে পূর্ব পাকিস্তানে তৎকালীন, ভারত ভিভাজনের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তান চলে যান। আব্দুল বারী তালুকদার সাহেব ১৯৪৬ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে বয়আত করেছেন। বাংলাদেশ থেকে রাবওয়া চলে আসেন। তাঁর স্বামী আব্দুল বারী সাহেব ২০ বছরের অধিককাল ফযলে উমর হোমিওপেথিক ডিসপেন্সারীতে কাজ করেছেন যা সেই সময় ওয়াকফে জাদীদের অধীনে পরিচালিত হত। এখানে তার এক পুত্র আব্দুল খালেক বাঙ্গালী সাহেবও রয়েছেন, যিনি নিজ পরিসরে সুপরিচিত, জামাতের অনেক কাজও করেন। আব্দুল বারী সাহেব সন্তান-সন্ততিকেও উর্দূ শেখানোর জন্য স্ত্রীসহ রাবওয়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) বাংলাদেশে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে জীবন যাপন করছিলেন, সেখানে অনেক চাকর-চাকরানীও ছিল কিন্তু সন্তান-সন্ততির তরবিয়তের উদ্দেশ্যে তারা রাবওয়ায় রাবওয়ায় চলে আসেন। এখানে তারা জীবন কাটিয়ে দেন, যেন তারা উর্দূ শিখে, জামাত সম্পর্কে জানতে পারে, খেলাফতের নৈকট্য পায়, এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদ মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকে যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন, রাবওয়ায় এসে জীবন কাটিয়েছেন তা পুরনের তৌফিক দান করুন। এই তিনটি জানাযা যেভাবে আমি বলেছি নামাযের পর পড়াব।

পদাধিকারদের নির্বাচন সম্পর্কিত হুযুর আনোয়ার (আইঃ) -এর একটি নতুন নির্দেশ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আইঃ) খুতবা জুমআ, প্রদত্ত ১২ জানুয়ারী, ২০১৬ তরিখের খুতবায় বলেন,

"আমাদের এই বিষয়টি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী বোঝার প্রয়োজন রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ হিসেবে আমরা নিজেদের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে পারি, আমরা কিভাবে নিজেদের হঠকারিতা এবং আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে পারি। নির্বাচনের সময় এমন প্রশ্নাবলী উঠে আসে যখন কোন সময় সংখ্যা গরিষ্ঠের মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, তখন মানুষ এমন প্রশ্নের অবতারণা করে।

এই বছরটি আমাদের জামাতে নির্বাচনের বছর। এ বছর নির্বাচন হবে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবার উচিত নিজেদের চিন্তা-ধারার সংশোধন করা। দোয়ার পর সকল প্রকার সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের নির্বাচনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন, এরপর যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তা সানন্দে গ্রহণ করুন। আমিত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত করুন।

অঙ্গ সংগঠন গুলোর ক্ষেত্রেও এমন প্রশ্ন সামনে আসে। মাত্র দু'দিন পূর্বেই কোন একটি দেশের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র নির্বাচন হয়, সেখান থেকে আমার কাছে পত্র এসে যায় যে, অমুককে কেন মনোনীত করা হলো, অমুককে কেন করা হলো না, এই তো এই মহিলা এমন। তো এমন আজেবাজে চিন্তাধারা থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। একটি নির্দিষ্ট কাল বা সময়ের জন্য যাকেই মঞ্জুরী দেওয়া হয় তার সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করা উচিত বা সকলের উচিত তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

(আল-ফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ১লা এপ্রিল, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১৩)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian, Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir